গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

বিষয়: কোভিড-১৯ এর সেকেন্ড ওয়েব মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা, প্রস্তুতি এবং সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা বিশেষ করে আইসিইউ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার মাধ্যম : জুম

সভার তারিখ : ২৪-১২-২০২০খ্রিঃ

সভার সময় : সন্ধা-০৬.০০ ঘটিকা

সভার উপস্থিতি : সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

উপস্থিত সকলের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে সভাপতি সভা শুরু করেন। সভাপতি বলেন, কোভিড-১৯ এর সেকেন্ড ওয়েব বাংলাদেশের জনগণকে তেমনভাবে সংক্রমিত করতে পারেনি। ডিসেম্বরে/২০ এর প্রথমদিকে সংক্রমণ কিছুটা বাড়তি ছিল কিন্তু এখন আবার স্থিতিবস্থায় এসেছে। করোনার সেকেন্ড ওয়েবের সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের হাসপাতালের প্রস্তুতি কী রকম, বিশেষ করে আইসিইউ, সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন স্থাপন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং কোভিড-১৯ পরীক্ষার অগ্রগতি, জনবল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সার্বিক অবস্থা কেমন এবং ঔষধপত্র, এমএসআরসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী কি পরিমাণ মজুদ আছে সেটাও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। জানুয়ারী/২১ এর শেষে বা ফেব্রুয়ারী/২১ এর প্রথমদিকে ভেকসিন বাংলাদেশে আসবে। ভেকসিন আনা এবং প্রয়োগ করার বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ভেকসিন প্রয়োগের কাজে নিয়োজিত থাকবে, তাদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কাদেরকে ভেকসিন প্রয়োগ করা হবে তার তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন করতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজনীয় জনবল, ভেকসিন পরিবহনের জন্য গাড়ি, পয়েন্ট অব ডিসপোজাল এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা বাড়াতে হবে। তিনি কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি তুলে ধরে আরও বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা ভাল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর-৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে সবাই মিলে আমরা একটা টিম হিসেবে কোভিড-১৯ এর সেকেন্ড ওয়েব মোকাবেলা করতে হবে। অতঃপর তিনি ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ সেকেন্ড ওয়েব মোকাবেলায় সক্ষমতা, প্রস্তুতি সম্পর্কিত তথ্য সভায় উপস্থানের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে আহ্বান করেন।

১.২. সভাপতির আহ্বানে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালসহ সভায় জুমের মাধ্যমে সংযুক্ত সকল বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকগণকে কোভিড-১৯ এর সেকেন্ড ওয়েব মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা, প্রস্তুতি সম্পর্কিত তথ্য বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করার জন্য আহ্বান করেন। সচিব মহোদয়ের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ৮টি বিভাগের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক; ১২০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক, ঢাকার প্রতিনিধি; পরিচালক, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা, ঢাকার সহকারী পরিচালক; পরিচালক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন।

১.৩. মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপিত সকল তথ্য অবহিত হন। এ পর্যায়ে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল); মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর মন্ত্রী মহোদয়কে এই সভা আহ্বানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জুম সভায় সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

২.০. **সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

ক্র.নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
ক.	পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিদেশ হতে আগত যাত্রীদের হেলথ স্ক্রিনিং ও কোয়ারেন্টাইন বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হালনাগাদ নির্দেশনা জারি করবে- (১) সকল যাত্রীকে বাধ্যতামূলক নেগেটিভ সনদ প্রদর্শন করতে হবে। (২) যুক্তরাজ্য থেকে আগত সকল যাত্রীকে বাধ্যতামূলক ১৪ (চৌদ্দ) দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। (৩) কোন অনিবার্য কারণে কোন যাত্রী সনদ ব্যতীত আসলে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে প্রেরণ করতে হবে, যুক্তরাজ্য ব্যতীত সকল দেশের ক্ষেত্রে যাত্রীদেরকে ০৩ (তিন) দিন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার পর চতুর্থ দিন কোভিড-১৯ পরীক্ষা করতে হবে। পরীক্ষায় নেগেটিভ হলে হোম কোয়ারেন্টাইন, পজেটিভ হলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে। (৪) যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে ০৭ (সাত) দিন পর কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরীক্ষা করতে হবে এবং নেগেটিভ হলে হোম কোয়ারেন্টাইনে, পজেটিভ হলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন।	প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টান পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক
খ.	সকল হাসপাতালে আইসিইউ বেড সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। লাইন ডাইরেক্টরগণ সমন্বিতভাবে হাসপাতালের সক্ষমতা বিবেচনায় দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তবে নিম্নোক্ত হাসপাতালগুলোতে জরুরিভিত্তিতে নিম্নোক্ত সংখ্যক আইসিইউ বেড (হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলাসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি) সরবরাহ নিশ্চিত করবেন: (১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কোভিড-১৯ইউনিট)- ৫০ (পঞ্চাশ)টি (২) ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, মুগদা - ১০ (দশ)টি (৩) ১২০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল - ১৭ (সতের)টি (৪) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল - ১০ (দশ)টি (৫) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকল এইচডিইউকে আইসিইউ এ রুপান্তর করা হবে এবং এইচডিইউ ইউনিট অন্যত্র স্থাপন করা হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নন-কোভিড আইসিইউ বেডের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে। (৬) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নন-কোভিড রোগীদের জন্যও ১০টি আইসিইউ বেড (হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলাসহ) ক্রমান্বয়ে চালু করা হবে।	লাইন ডাইরেক্টর (সকল), পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল)।
গ.	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন আরটি-পিসিআর মেশিন প্রদান করা হবে	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ঘ.	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ০১ (এক)টি মিনি ল্যাব স্থাপন, ০১ (এক)টি পোর্টেবল ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন সরবরাহ এবং এন্টিজেন ভিত্তিক কোভিড-১৯ টেস্ট চালু করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য হাসপাতালেও মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
ঙ.	বাংলাদেশে প্রাপ্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসের সকল Strain এর জিন সিকোয়েন্সিং স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;	পরিচালক, আইইডিসিআর এবং মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

চ.	(১) বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুরোধপত্র এবং সকল সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসককে এ বিষয়ে অনুলিপি প্রেরণ করতে হবে। (২) নতুন কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতাল না খুলে বর্তমানে চালু হাসপাতালগুলোর সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ছ.	যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ভেকসিন প্রয়োগের কাজে নিয়োজিত থাকবে, তাদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদান করতে হবে এবং যাদেরকে ভেকসিন প্রয়োগ করা হবে তার তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনীয় জনবল, ভেকসিন পরিবহনের জন্য গাড়ি, পয়েন্ট অব ডিসপোজাল এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
জ.	কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স অতি দ্রুত পদায়ন করতে হবে	মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এবং পরিচালক, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল
ঝ.	কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।	প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টান পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক
ঞ.	UNFPA এর ভলানটিয়ার/ টেকনিশিয়ানদের কাজ করার সময় আরো ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হবে;	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩.০. আর কোন আলোচনা না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২৯/১২/২০২০খ্রি.
জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫-৯১ তারিখ: ০৬.০১.২০২১খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):

১। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল/প্রশাসন/উন্নয়ন/জনস্বাস্থ্য/বিশ্বস্বাস্থ্য/পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (মনিটরিং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৬। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সকল।

৭। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী/শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল/রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর/ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ/খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা/কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা/সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সিলেট/কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, উত্তরা, ঢাকা/১২০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা/৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা/শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

৮। জনাব হাসান আরিফুর রহমান, মেজর (প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের পক্ষে), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ সেনানিবাস, ঢাকা।

৯। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।

১০। উপসচিব, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা।

১১। জেলা প্রশাসক (সকল)।

১২। সিভিল সার্জন (সকল)।

১৩। পুলিশ সুপার (সকল)।

১৪। পরিচালক, আইইডিসিআর/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ/সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৫। লাইন ডাইরেক্টর (সকল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

B.begum
০৮/০১/২০২১
ড. বিলকিস বেগম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলো)।

৪। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। যুগ্মসচিব (মনিটরিং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।